চমক দেখানো দুই দল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ এবং স্প্যানিশ লা লিগার অপরিচিত দুই দল উইগান এবং ওসাসুনা চমক দেখিয়েছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা দুই দলের সাফল্যে হতবাক... লিখেছেন **নাসিম আহমেদ ও মিশায়েল আহ্‌মাদ**

Imvmbvi m‡ev"P †Mvj `vZv wg‡j v‡mwfP

উ ই গা ন

সাধারণভাবে যা ওপর দিকে ওঠে এক পর্যায়ে তা নিচে নেমে আসে। পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণের কারণে ওপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু নিচে পড়ে। ব্যাপারটা ইংলিশ এবং স্প্যানিশ ফুটবল লীগের ক্ষেত্রে খাটে। গত ১০ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, অল্প পরিচিত বা নতুন দলগুলো দুটি লীগেই খুব ওপরে ওঠেনি। যদি প্রথম তিন-চার খেলায় নতুন বা অল্প পরিচিত দলগুলো ভালো করেছে তার পর পরই সেগুলোর পারফরমেন্স হয়েছে নিম্নগামী। এ মৌসুমের চমক হিসেবে নামকরা ওসাসুনা এবং উইগান এই বিশ্বাসটি ভুল প্রমাণ করতে শুরু করেছে। স্প্যানিশ এবং ইংলিশ লীগের দল দুটো ১০টির ওপরে খেলা খেললেও তাদের পারফরমেন্স এখনো পর্যন্ত ভালো। ওসাসুনা আছে লীগের শীর্ষে আর উইগান দ্বিতীয় স্থানে। দল দুটো এ অবস্থান ধরে রাখতে পারবে এমন আশা করছি না। তবে একেবারে নিচে নেমে যাবে না তা বলতে পারি। যদি শীর্ষ ৬টি দলের মধ্য থেকে লীগ শেষ করতে পারে তাহলে আগামী বছর ইউএফআ কাপ খেলার যোগ্যতা পাওয়া যাবে। নতুন বা স্বল্প পরিচিত দল হিসেবে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। কারণ ইউরোপের আসরে খেললে ক্লাবগুলো স্পন্সরশিপ, গেটমানি থেকে বাড়তি আয় করতে পারবে। নিতে পারবে নতুন খেলোয়াড়।

এবারের ইংলিশ লীগে উইগান অ্যাথলেটিককে ধরা হয়েছিল দুর্বল দলগুলোর অন্যতম। অনেকের ধারণা ছিল, প্রিমিয়ারশিপের নতুন দল হিসেবে উইগান কিছু করতে পারবে না। গত বছর ব্রায়ান রবসন তার দল ওয়েস্ট ব্রমউইচে বড় দলগুলোর বিপক্ষে অনভিজ্ঞ এবং নতুন খেলোয়াড় তো খেলিয়েছেন। তার যুক্তি, বড় দলগুলোর বিপক্ষে জেতা বা ড্র করা সম্ভব নয়। তাই ভালো খেলোয়াড় খেলিয়ে লাভ নেই। এমন নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা এবার উইগানের কোচ পল জুয়েল করবেন বলে মনে করা হয়েছিল। বাস্তব জুয়েল করেছেন একেবারে উল্টো কাজ। সাধারণত নতুন দলগুলো বড় ক্লাবের সঙ্গে খেলতে গিয়ে রক্ষণাত্মক ফর্মেশনে দলকে সাজায়। জুয়েল সেই চিরাচরিত ৪-৫-১ ফর্মেশনে না গিয়ে আক্রমণাত্মক ৪-৪-২ ফর্মেশনেই দলের ছক সাজিয়েছেন। তার দল বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী তিন ইংলিশ দল-আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং লিভারপুলের ওপরে অবস্থান করছে। লীগের শেষ পর্যন্ত এই অবস্থান থাকবে না, কিন্তু শুরুর চমক অনেকের মনে থাকবে। নতুন দল বলে লীগের শুরুতে খুব বেশি অর্থায়ন হয়নি। কোচ জুয়েল ৯ জন খেলোয়াড়কে দলে টেনেছেন ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে। যেখানে অঁরি (আর্সেনাল), নিস্টেলরয় (ম্যানচেস্টার), ম্যাকালেলে (চেলসি) প্রত্যেকে পান এর চেয়ে বেশি। অল্প টাকার দল সাজিয়েও জুয়েল যে সাফল্য পাচ্ছেন তার মূল কারণ পরিশ্রমী খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত টিমওয়ার্ক। নীল-সাদারা ছোট পাসে দ্রুতগতির ফুটবল খেলছে। শুধু প্রতি-আক্রমণের ওপর নির্ভর না করে তারা অন্যান্য দলের মতো আক্রমণাত্মক খেলা উপহার দিচ্ছে। মৌসুমের প্রথম খেলায় শেষ মিনিটে ক্রেসপোর গোলে চেলসির কাছে হেরেছিল। সেই খেলায় নীল-সাদারা জিতেও যেতে পারতো।

জুয়েলের সবচেয়ে বড় শক্তি তার রক্ষণভাগ। চিম্বোনদা-হর্নশ-অ্যারন-বেইনস প্রত্যেকে দারুণ খেলছেন। অভিজ্ঞ বেইনস ধীরগতির হলেও মার্কিঙে ভালো। অ্যারন ছিলেন ক্রেসপো এবং পরে রবেনের মার্কিংয়ের দায়িত্বে। দুই ক্ষেত্রেই চেলসির বিপক্ষে তিনি ``vŠ কাজ করেছেন। রবেনের হাজারো কসরত কাজে আসেনি। মাঝমাঠে দলটির মূল অস্ত্র গতি, সেনেগালিজ কামারার সঙ্গে জুটি হয়েছে তরুণ ফ্রান্সিসের। সঙ্গে অভিজ্ঞ বুলার্ড এবং কাভানা দিয়েছেন স্থিতিশীলতা। দলের তরুণ অনভিজ্ঞ স্ট্রাইকিং জোট হেন্ডারসন এবং রবার্টস এখন পর্যন্ত দলকে মূল্যবান পয়েন্ট এনে দিয়েছেন। তবে কামারা অথবা রবার্টস আহত হয়ে গেলে সমস্যায় পড়বে উইগান। অভিজ্ঞ কোচ জুয়েল জানুয়ারিতে নতুন কোনো খেলোয়াড় এনে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করলে ভালো। যে গতিতে উইগান মৌসুম শুরু করেছে তা ধরে রাখতে হলে বেঞ্চের শক্তি বাড়াতে হবে। অবশ্য কোচ জুয়েল এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন তার দল পাঁচটি খেলায় জিতেছে। সমর্থক এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিল মৌসুম শেষে উইগান মোট ৬টি খেলায় জিতবে। প্রথম ১০ খেলায় ৫টি জয় তো সে ক্ষেত্রে অনেক বড় সাফল্য।

ও সা সু না

পথের ধারে দাঁড়িয়ে যদি কোনো বালককে প্রশ্ন করা হয়, স্পেনের নামকরা ক্লাবের নাম বল তো খোকা। সে নির্দ্বিধায় উত্তর দেবে রিয়েল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা। ফুটবল নিয়ে

আরো খোঁজ রাখলে হয়তো ডিপোর্টিভো লা করুনা ও ভ্যালেন্সিয়ার নাম বলে চমকে দিতে পারে। তবে নিশ্চিত থাকতে পারেন সেই বালকটি 'ওসাসুনা' নামক ক্লাবের নামটি বলবে না। কেনই বা বলবে, কারণ এই অখ্যাত ক্লাবটির রেলিগেশন জোনে চলে তাদের নিত্য সংগ্রাম। সেই বালকটি যদি এ মুহূর্তে একটু খোঁজ নেয় সে জানতে পারবে ১১ ম্যাচের পর লা লিগার শীর্ষ দল সেই অখ্যাত ওসাসুনা!

রোনালদিনহোর বার্সিলোনা ও রিয়েল মাদ্রিদের 'গ্যালাকটিকো'রা ওসাসুনা থেকে যথাক্রমে দুই ও তিন পয়েন্ট পিছিয়ে আছে।

পয়েন্টের ব্যবধানটা বড় নয়। তবে ১১ ম্যাচ পরেও ওপরে থাকা অবশ্যই সংবাদ। ওসাসুনাতে কেউই তারকা নয়। তাও বলতে হলে আছে লীগে দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা সার্বিয়ার সাভো মিলোসেভিচ। এ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ উল্লেখ করার মতো নয়। তাদের কোচ মেক্সিকান হাভিয়ের এগুইরে। কৃতিত্ব বলতে '৮৬-র 'ম্যারাডোনার বিশ্বকাপ'-এ মেক্সিকোর হয়ে খেলেছিলেন। এখন তার পরিচয় সাড়া জাগানো এই ক্লাবের কোচ হিসেবে।

আগেই বলা হয়েছে, ওসাসুনার তেমন কোনো তারকা নেই। তবে নিশ্চয়ই যারা আছে তারা প্রতিভাবান। কোচ সেই প্রতিভাগুলোকে নিয়ে খেলছেন। ওসাসুনার সাফল্যের মূলমন্ত্র গতি, আগ্রাসন, সঙ্গবদ্ধতা, চেষ্টা, একাগ্রতা এবং অবশ্যই হিংস্র শক্তি। সাভো মিলোসোভিচের মতে, 'আমরা কোনো বিস্ময় নই, আমরা গ্ল্যাডিয়েটর (যোদ্ধা)'। ভুল বলেননি এই সার্ব।

ওসাসুনার খেলা দেখলে বোঝা যায় দলটির চেষ্টা আছে, পরিশ্রম করে খেলে। এবং বড় কথা, প্রতিটি খেলোয়াড়ের অসীম উদ্যম। এর জন্য অবশ্য কোচের 'বিপজ্জনক' কৌশলকে ধন্যবাদ দিতে হয়। স্কোয়াডের প্রায় কারো স্থানই পাকা নয়। এখন পর্যন্ত তিনি একই একাদশ দুটি ম্যাচে খেলাননি। মাত্র দু'জন ১১ ম্যাচ পর সর্বোচ্চ ৭০০ মিনিট খেলেছেন। গড়ে প্রতি ম্যাচে কোচ এগুইরে ৬ জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করেন। হাভিয়ের এগুইরে ইচ্ছেমতো অদল-বদল করে খেলাচ্ছেন। লীগে প্রথম ৬ ম্যাচেই তিনি স্কোয়াডের প্রত্যেককে কোনো না কোনো সময় মাঠে নামিয়েছেন। যেহেতু দলে কোনো তারকা নেই, তাই প্রথম একাদশে থাকা বা বদলি হিসেবে নামা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। যে যাই বলুক, কোচের এই 'রোটেশন পলিসি' কাজে লাগছে।

ইংলিশ লীগের শীর্ষ পাঁচ

দল	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
চেলসি	১২	১০	১	১	৩১
উইগান	১১	৮	১	২	২৫
বোল্টন	১২	৭	২	৩	২৩
ম্যান ইউঃ	১১	৬	৩	২	২১
আর্সেনাল	১১	৬	২	৩	২০

¯ú¨vbxk লীগের শীর্ষ পাঁচ

দল	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
ওসাসুনা	১১	৮	০	৩	২৪
বার্সেলোনা	১১	৬	৪	১	২২
রিয়েল মাদ্রিদ	১১	৭	০	৪	২১
সেল্টা ভিগো	১১	৬	২	৩	২০
ভিয়ারিয়েল	১১	৫	৪	২	১৯

এই দলটি একটি চমৎকার সংমিশ্রণ। যখন পেশির প্রয়োজন, তখন থাকছে ক্রশাগা, জসেটেক্সো ও সোসা। বুদ্ধির দরকার পড়লে আছে মোহা, দেলপোর্তে ও করালেস। খেলার কোয়ালিটি নিয়ে আসে ভালদো, মুনোজ অথবা পুনাল। ডেভিড লোপেজ, রাউল গার্সিয়া বা ফ্ল্যানে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিমিতি। আর পোস্টের সামনে গোলা ঝরায় ওয়েবো, রোমিও এবং মিলোসেভিচ। ব্যাপারটি হচ্ছে প্রত্যেকেই নিজের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

এগুইরের রসবোধ দেখে তাকে ভুল বোঝার উপায় নেই, কোচ হিসেবে প্রচন্ড শক্ত তিনি। দলের সদস্যদের সবসময় কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন। সব সময় মিলোসেভিচদের মনে করিয়ে দেন যে এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে এবং এ নিয়ে কারো কোনো আপত্তি নেই।

এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচের মধ্যে জয় ৮টি, ড্র নেই, পরাজয় তিনটি। জয় এসেছে এখন পর্যন্ত সেল্টা ভিগো, ভিয়ারিয়েল, সেভিয়া, লা করুনা ও রিয়েল সোসিয়েদাদের মতো সম্মান জাগানো ক্লাবগুলোর বিরুদ্ধে। বার্সার বিরুদ্ধে অবশ্য ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়। এখনো এ যাত্রায় রিয়েল মাদ্রিদ, অ্যাথলেটিকো ও ভ্যালেন্সিয়ারের মতো বড় দলগুলোর সঙ্গে খেলা বাকি। সামনে স্নায়ুর প্রচুর পরীক্ষা দিতে হবে।

রিয়েল সোসিয়েদাদকে পরাজিত করার পর সমর্থকরা স্লোগান দিয়েছিল, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন'। এর উত্তরে হাভিয়ের এগুইরে বলেছেন, 'বেঁচে থাকার জন্য এখনো ১৮ পয়েন্ট বাকি'। আর মোহা বলেছেন, 'নিজেদের নেতা বলে মনে হচ্ছে না'। এ রকম ভাবার কারণ হতে পারে যে, কেউই সত্যিকার অর্থে তাদের নেতা হিসেবে সম্মান দিচ্ছে না। কীভাবেই বা দেয়, যেখানে পরবর্তী সপ্তাহে আছে 'স্পেনের যুদ্ধ' নামে খ্যাত মাদ্রিদ-বার্সার শিহরণ জাগানো ম্যাচে।

DBMv‡bi mvov RvMv‡bv wW‡dÛvi wP‡¤vb`v